মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ২৮ বর্ষঃ তৃতীয় এপ্রিল ২০০৭

বগুড়ায় মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গত ২০ মার্চ ২০০৭ তারিখে বগুড়ার ২ নং আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব রেজাউল কামাল বগুড়া সদর থানার মামলা নং-৯৫, তারিখ ২৭/০২/২০০০, জি.আর নং-২০১/২০০০ দায়রা মামলা নং-৩৫৭/০২ 'র আসামী রব্বানী (পলাতক), সুলতান (পলাতক), আঃ মান্নান (পলাতক), আবু বক্কর (পলাতক) দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০.০০ (একহাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর আসামী সাজুকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০০.০০ (দুইহাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। আসামীগণ ধৃত হওয়ার পর সাজার মেয়াদ শুরু হবে বলে মামলার রায়ে ঘোষণা করা হয়। এ রায় ঘোষণার পর গত ২১ মার্চ ২০০৭ তারিখে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে চোলাইমদ ও গাঁজা উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের পাঁচলাইশ সার্কেল গত ১০ এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশের বালুচর থেকে ২২৮ লিটার চোলাইমদসহ আকতার হোসেন (২৫) এবং হাশেম (২৬) কে, অক্সিজেন মোড় থেকে ১৪ লিটার চোলাইমদসহ সুজন (২২) এবং ষোলশহর রেলস্টেশন থেকে ১.৫০ (দেরকেজি) গাঁজাসহ সুলাইমান (২৮) কে গ্রেফতার করে। একই দিনে ডবলমুরিং সার্কেল কদমতলা থেকে ১ কেজি গাঁজাসহ আল-আমিন (১৮) কে, বন্দর সার্কেল গুশাইডাংগা থেকে ১ কেজি গাঁজাসহ মোঃ এমরান (১৯) কে, কোতয়ালী সার্কেল বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৪ কেজি গাঁজাসহ জুয়েল (১৮), ২ কেজি গাঁজাসহ সবুজ (১৯) এবং ২ কেজি গাঁজাসহ মোর্শেদ (১৮) কে গ্রেফতার করে।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৭ উদযাপন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মার্চ/০৭ মাসে মোট ৫৫৭ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। মার্চ/০৭ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. মাইকিং- ১৩ টি।
২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ১ টি।
৩. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৮৫ টি।
৪. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৫১ টি।
৫. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ৬ টি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

মার্চ/০৭ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৩৯৫ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ১৭১ জন এবং বহিঃ বিভাগে ২২৪ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। মার্চ/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৩	১৫৪	২১৭	১০১	১১৬
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২	৩	৫	৫	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৫	৪৮	৫৩	২০	৩৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৩২	-	৩২	১০	২২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৬৯	১৯	৮৮	১৯	৬৯
মোট	১৭১	২২৪	৩৯৫	১৫৫	২৪০

সম্পাদকের কথা

মাদক ব্যবসায়ে মহিলাদের সংশ্লিষ্টতা

বিশ্ব আজ যেসমস্ত ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন সেগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ সমস্যা আরো ভয়াবহ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দায়েরকৃত মামলাসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় মাদকদ্রব্য পাচার ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মহিলারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে। সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত মহিলারা লোভে পড়ে এ পথে পা বাড়ায়। বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তারা ভোগ করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড। তারা যে শুধু মাদক পাচারে নিয়োজিত তা নয়। তারা এখন মাদক সম্রাজ্ঞীতে পরিণত হচ্ছে। যুবতী এবং সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা মাদক ব্যবসার বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। তারা মাদক ব্যবসার পাশাপাশি অসামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মাদকক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সন্ত্রাসী লোকজনও মাদক ব্যবসায়ে তাদের সহযোগিতা করে। ঢাকা শহরের শীর্ষ ২৩ মাদক সম্রাজ্ঞী মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে বলে শুনা যাচ্ছে। মাদক ব্যবসার মাধ্যমে তারা অনেক টাকার মালিক হলেও তাদের ব্যবসা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। অনেকেই আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে। এসমস্ত মাদক ব্যবসায়ীরা অনেক সময় নিষ্পাপ উঠতি বয়সের শিশুদেরও মাদক বিক্রয়ে নিয়োজিত করে থাকে। ফলে আজকের নিষ্পাপ শিশুটিই হতে পারে ভবিষ্যৎ মাদক সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী। মহিলারা কেবল মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত তা নয়, তারা মাদকাসক্তও হচ্ছে। নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য এরা জড়িয়ে পড়ছে মাদক ব্যবসায়ে। ফলে তাদের জীবন হচ্ছে বিপর্যস্ত। একজন গর্ভবর্তী মা যদি মাদকাসক্ত হয় তাহলে তার গর্ভের সন্তানটি পর্যন্ত মাদকাসক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। মহিলাদের মাদক ব্যবসা ও মাদকাসক্তি মুক্ত রাখার জন্য সরকারের পাশাপাশি সচেতন মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।

গাজীপুরে হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা উপ-অঞ্চলের গাজীপুর সার্কেলের সদস্যরা টংগী ও গাজীপুর সদরে অভিযান চালিয়ে ৪০০ গ্রাম হেরোইন ও ৪৭ বোতল ফেনসিডিলসহ চারজনকে গ্রেফতার করে। গত ২০ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে গাজীপুর সার্কেলের সদস্যরা গাজীপুর জেলার টংগীস্থ হাজীর মাজার বস্তিতে অভিযান চালিয়ে ৪০০ (চারশত) গ্রাম হেরোইনসহ সোহান শেখ (২২) কে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর আওতায় মামলা দায়ের করে। একই তারিখে গাজীপুর সার্কেলের সদস্যরা জয়দেরপুরস্থ কালীমন্দির এলাকা হতে ২২ বোতল ফেন্সিডিলসহ নাজমুল হোসেন (২০) এবং গাজীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশ থেকে ২৫ বোতল ফেনসিডিলসহ শাহিদা বেগম (২২) ও রাজিয়া সুলতানা (২০) কে গ্রেফতার করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক মার্চ/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৯	৯১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৬	৫১
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩২	৩৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৮	১৯
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১১	১২
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	১১
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৪	৩৮
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	১২
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪৭	৪৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৩	১৫
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৩	২৬
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৮	৬
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	৩
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩৩	৪৪
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	২৮	২৮
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৯	৯
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৪
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৪	৪
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৬	৯৫
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৯	২২
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	১৮
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৬	৩৭
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২৭	৩৫
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৬
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৮
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১১
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩
	সর্বমোটঃ	৬৩৫	৭০০

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে মার্চ/০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৬ হতে মার্চ/০৭ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	মার্চ/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	১২৯৯.৯৫ মেঃ টন	১৮৬.৫৬ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	২৯৯.১৪৫ মেঃ টন	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩৮২.৪০ মেঃ টন	-
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	২০৮.০৮৪ মেঃ টন	১৩.২০ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৮৫ মেঃ টন	২০ মেঃ টন

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

মার্চ/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। মার্চ/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৩৫ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৭০০ জন। ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসের তুলনায় মার্চ/০৭ মাসে মামলার সংখ্যা কমেছে ৫ টি এবং আসামীর সংখ্যা কমেছে ২ জন। তবে, উল্লেখযোগ্য মামলার সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অধিদপ্তরের মার্চ/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১০০	১১৪	০.৬৬ কেজি
গাঁজা	২৩৪	২৩৭	১৭৭.১৪৭ কেজি
গাঁজা গাছ	২	২	৩১৪৯ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৩৫	১৪৪	১৮৩৮.৩ লিটার
দেশী মদ	৩	৩	৮৮ লিটার
বিদেশী মদ (লুজ)	৬	১১	২২ লিটার
বিদেশী মদ (বোতল)	১১	৯	৫৬ বোতল
বিয়ার	১	১	৬৫৬ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৭	৬	২৭.২৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৫	৭	১০৪ লিটার
ফেন্সিডিল (বোতল)	৯১	১১৭	২৯০৮ বোতল
ফেন্সিডিল (লুজ)			১৮ লিটার
তাড়ী (টোডি)	১৯	১৯	১১৯৫ লিটার
পেথিডিন	১	১	৪ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	৪	৫	৭৮১ এ্যাম্পুল
জাওয়া	৫	৬	৮৬১১ লিটার
বাখার			৩ কেজি
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৬	৭	৯৪ এ্যাম্পুল
অন্যান্য	১	১	
পপি গাছ	৪	১০	৬০০৩৮ টি
পপি গাছের ফল			২০ কেজি
নগদ অর্থ			৩৬৩৯৩ টাকা
সি, এন, জি			৩ টি
মোবাইল সেট			১৪ টি
ট্রাক			১ টি
মোটর সাইকেল			১ টি
মোট	৬৩৫	৭০০	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের মার্চ মাসের সাথে ২০০৭ সালের মার্চ মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	মার্চ/০৬	মার্চ/০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৪৩,০৫,৯২৫	৩৫,১১,৮৩২
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৬৫,১০,২০২	৬৮,১২,১৫৭
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৬৭,২৬,৯০৩	১,৮৩,৪৩,২৬০
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩৫,১৫,২৫৫	৫৫,৭৫,৬১৭
	মোট	৩,১০,৫৮,২৮৫	৩,৪২,৪২,৮৬৬

আইন-আদালত

মার্চ/০৭ মাসে মোট ৩৬৫ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৮২ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৮৩ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৯১ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ২০৫ জন। মার্চ/০৭ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৩৯৪১ টি। উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	মার্চ/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮১	৮৭	৪৫৯৪
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৩	৩	৩২০২
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৬	৭	২২৫৬
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	৫৮৫
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	২	২	৫৫৩
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	২	৪৫১
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৭	৭	২৭৮৭
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৮৮৯
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৫৪১
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১	১	১৭৪১
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৪২
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৫৫
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	৭
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৬০
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	৪৪৪
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	২৪	২৪	২২৫৯
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৮	৮	৮১০
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৫	৫	১১২২
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	৬৪৬
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	৯৬
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	২	২	২৬২
২৩	পটুয়াখালী /উপ-অঞ্চল	১	১	৭৭
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	২	২	৩৭০৩
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	১২	১৩	১৪৩০
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৬	৬	১২৫৬
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	২	২	১৮৩০
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১০	১০	১৩৩৭
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	৩০৬
	সর্বমোটঃ	১৮২	১৯১	৩৩৯৪১

For drug smugglers, it's new all-mail world

Four hashish consignments seized at Foreign Post Office in past week

PRATUL SHARMA NEW DELHI, NOVEMBER 20

THE good old postal system has found a new client: drug traffickers. With the Customs department at Foreign Post Office here confiscating four consignments of hashish in the past one week, officials say mailing narcotics is the new route hit upon by traffickers.

All four parcels, weighing 1.2 kg in all, were headed for the United Kingdom, officials said.

Since April, Customs officials have registered 24 cases of attempted export of narcotics from the Foreign Post Office. They have confiscated two kilograms of heroin and about 9 kg hashish, destined mostly for European countries.

About the latest haul, a senior Customs official said: "The consignments all originated from Meleodganj, Himachal Pradesh. The tags said they were religious texts but we opened them on suspicion and found hashish concealed inside. Special cavities were made to conceal the narcotics."

According to officials, all four parcels bore fake Meleodganj address. Customs officials have forwarded to their London counterparts the UK addresses where the parcels were headed, but going by experience they are not relying much on those to be true either.

Meanwhile, the department is now upgrading infrastructure at the Foreign Post Office to track such consignments.

Officials said Viagra and their Indian clones are also smuggled out through the postal route. They added that the department is at present probing the origin of 500 such suspicious parcels containing Viagra clones.

-Source: Source: DEA, New Delhi Country Office, Indian Subcontinent, Narcotics News Bulletin, November/December 2006, Page No-35.

অধিদপ্তরের প্রকাশিতব্য স্যুভেনির ২০০৭ এর লেখা আহবান

মাদকদ্রব্যে অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৭ উদযাপন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে একটি তথ্যবহুল, বিশ্লেষণাত্মক ও মানসম্মত একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হবে। উক্ত স্যুভেনিরে মাদক অপরাধ দমনে কৌশলগত দিক, মাদকদ্রব্যের যে কোন তাত্ত্বিক বিষয়, মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত **International Convention, Demand Reduction, Harm Reduction, HIV/AIDS** এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত লেখা প্রকাশ করা ছাড়াও অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখযোগ্য মামলা ও উদ্ধারকৃত আলামত সংক্রান্ত ছবি, গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের ছবি, কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ছবি এবং এনজিওদের সঙ্গে মিটিং এর ছবি প্রকাশ করা হবে। স্যুভেনির প্রকাশের বর্ণিত বিষয়সমূহের লেখা ও ছবি ১০ মে, ২০০৭ তারিখের মধ্যে পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা) বরাবর প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ২৬/০৪/২০০৭ তারিখে এবং দিনাজপুর উপ-অঞ্চলের উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ হানিফ মিয়া ০২/০৪/২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর)-তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ২৬/০৪/২০০৮ তারিখে এবং জনাব মোঃ হানিফ মিয়া ০২/০৪/২০০৮ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

২৬ জুন ২০০৭ উদযাপনের জন্য প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৭ সফলভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গত ২৯ মার্চ ২০০৭ তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অধিদপ্তরের সকল আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি তাঁর স্বাগতিক ভাষণে এই বলে অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোন কাজই পেন্ডিং রাখা যাবেনা। তিনি সকলকে পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের কথা উল্লেখ করেন। সভায় মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৭ সফলভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একটি প্রধান কমিটি এবং ৬ উপ-কমিট গঠন করে সকল কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় ও পরামর্শক্রমে অনুষ্ঠিতব্য উপ-আঞ্চলিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। মার্চ/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬৫৩	৬৪৮	৫	৬৫৩	-
পুলিশ	৬২৩	৬১৬	৩	৬১৯	৪
বিডিআর	৭	৫	২	৭	-
র‍্যাব	১	-	১	১	-
সর্বমোট	১২৮৪	১২৬৯	১১	১২৮০	৪

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।